ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
সম্পত্তি বিভাগ

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মুলমন্ত্র

স্মারক নং ৪৬.১০.০০০০.০২০.০০.৫৭৯.১৭ তারিখঃ ০১/ ০৮/ ২০১৭ খ্রিঃ

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

০১.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ঃ	স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
০২.	সংস্থার নাম	ঃ	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
০৩.	দরপত্র আহবানকারী বিভাগ	ঃ	সম্পত্তি বিভাগ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
০৪.	প্রকিউরমেন্ট মেথড	ঃ	বাংলাদেশ ফরম নং- ''pw-1''সংযুক্ত দরপত্র সিডিউল ক্রয় করতে হবে এবং সীলমোহরকৃত দরপত্র দাখিলের সময় খামের উপর ইজারা মহলের নাম উল্লেখ করতে হবে।
০৫.	ইজারার মেয়াদ কাল	ঃ	কার্যাদেশের তারিখ থেকে ১ (এক) বছর মেয়াদে।
০৬.	জামানতসহ দরপত্রের সাথে যে সকল দলিল জমা দিতে হবে।	ঃ	(১) ব্যক্তির ক্ষেত্রে পাসপোর্ট সাইজের ছবি-২ কপি। (২) কাউন্সিলর/ চেয়ারম্যান কর্তৃক ইস্যুকৃত জাতীয় সনদপত্র বা জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি। (৩) টি আই এন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি (৪) কোম্পানীর ক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেন্স ফটোকপি দরপত্র দলিলের সাথে সংযুক্ত করতে হবে (৫) উদ্ধৃত দরের উপর ২০%(শতকরা বিশ ভাগ) জামানতের অর্থ ঢাকাস্থ যে কোন সিডিউল ব্যাংক হতে মাননীয় মেয়র এর অনুকূলে ইস্যুকৃত পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট দরপত্রের সাথে জমা দিতে হবে (৬) সিডিউল ক্রয়ের চালান কপি।
০৭.	সিডিউল ক্রয়ের টাকা জমা দেয়ার খাত	ঃ	প্রতিটি বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সিডিউল মুল্য বাবদ নির্ধারিত অর্থ ব্যাংক চালানের মাধ্যমে চলতি হিসাব নং ৩৩০০০৪১১৮, সোনালী ব্যাংক গুলশান নিউ নর্থ সার্কেল টাকা জমাদান পূর্বক উপর্যুক্ত কার্যালয় সমুহ হতে অফিস চলাচালীন সময় পর্যন্ত সিডিউল ক্রয় করা যাবে।
০৮.	সিডিউল বিক্রির স্থান ও সময়।	ঃ	(১) প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তার দপ্তর, নগর ভবন, ১০ম তলা, গুলশান-২ (২) কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ নগর ভবন, ৮ম তলা, গুলশান-২, (৩) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৫টি অঞ্চলের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর হতে অফিস চলাকালীন সময়ে সিডিউল ক্রয় করা যাবে।
০৯.	দরপত্র জমা দেয়ার স্থান	ঃ	সম্পত্তি বিভাগ, ১০ম তলা, গুলশান-২ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ৫টি অঞ্চলের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
১০.	দরপত্র খোলার স্থান	ঃ	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তার দপ্তর, নগর ভবন, ১০ম তলা, গুলশান-২, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।

১১. সিডিউল ক্রয়ের তারিখ দরপত্র জমা দেয়ার তারিখ ও খোলার সময় নিম্নরূপঃ

দরপত্র আহবানের পর্যায়ে	দরপত্র সিডিউল বিক্রয়ের শেষ তারিখ	দরপত্র দাখিলের তারিখ ও সময়	দরপত্র বাক্স ও খাম খোলার তারিখ ও সময় (দরদাতা বা প্রতিনিধির উপস্থিতিতে যদি থাকে)।
১ম পর্যায়ে	১৬/০৮/২০১৭ তারিখ বুধবার	১৭/০৮/২০১৭ বৃহস্পতিবার,সকাল-৯ টা হতে দুপুর ১২.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত।	১৭/০৮/২০১৭ বৃহস্পতিবার দুপুর ২.৩০ টা।
২য় পর্যায়ে	২৯/০৮/২০১৭ তারিখ মঙ্গলবার	৩০/০৭/২০১৭ বুধবার, সকাল-৯টা হতে দুপুর ১২.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত।	৩০/০৮/২০১৭ বুধবার দুপুর ২.৩০টা।
৩য় পর্যায়ে	১৩/০৯/২০১৭ তারিখ বুধবার	১৪/০৯/২০১৭ বৃহস্পতিবার সকাল-৯টা হতে দুপুর ১২.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত।	১৪/০৯/২০১৭ বৃহস্পতিবার দুপুর ২.৩০ টা।

১২.	গৃহীত দরপত্রের ক্ষেত্রে অর্থ জমা দেয়া ও কার্যাদেশ গ্রহণ।	ঃ	দরপত্র গৃহীত হওয়ার ৩ (তিন) দিনের মধ্যে (১) দরমুল্যঃ জামানত ব্যতীত অবশিষ্ট অর্থ। (২) ১৫% (শতকরা পনের ভাগ) মূল্য সংযোজন কর (৩) ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) আয়কর (৪) ইজারামূল্যের উপর ৫% হারে জামানতসহ মাননীয় মেয়র,ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর অনুকূলে ঢাকাস্থ যে কোন সিডিউল ব্যাংক হতে ইস্যুকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট জমাদান পূর্বক কার্যাদেশ গ্রহণ করতে হবে।
১৩.	সন্তোষজনক দর না পাওয়ার ক্ষেত্রে পুনঃদরপত্র আহবান	ঃ	দরপত্র গ্রহণের তারিখে দরপত্র পাওয়া না গেলে অথবা প্রাপ্ত দর গৃহীত না হলে সর্বোচ্চ দরদাতার জামানত রেখে পরবর্তী তারিখগুলোতে পুনরায় পর্যায়ক্রমে দরপত্র বিক্রয় ও গ্রহণ করা হবে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট অফিসে নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হবে। এ বিষয়ে সংবাদপত্রে আর কোন বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হবে না। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দরদাতা যদি পরবর্তী পর্যায়ে অধিক দরে দরপত্র দাখিল করতে ইচ্ছুক হলে তাকে শুধুমাত্র পুর্বের দরের চেয়ে উদ্ধৃত অতিরিক্ত দরের ২০% জামানত দিতে হবে এবং তিনি বিনামুল্যে দরপত্র সিডিউল নিতে পারবেন। তবে পুনঃদরপত্রে সন্তোষজনক দর না পাওয়া গেলে পূর্ববর্তী সর্বোচ্চ প্রদত্ত দর বিবেচনা করা যেতে পারে।

(অপর পৃষ্টায় দ্রষ্টব্য)।

১৪.	বিবিধ	ঃ	(১) এই বিষয়ে শর্ত ও নিয়মাবলি সম্পত্তি বিভাগ হতে (অফিস চলাকালীন সময়ে) জানা যাবে। বিজ্ঞপ্তিটি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ওয়েব সাইট (www.dncc.gov.bd) পাওয়া যাবে। (২) শর্তাবলী সিডিউলের অংশ হিসাবে গন্য হবে। (৩) কর্তৃপক্ষ তালিকা হতে যে কোন ইজারা মহল বাতিল করতে পারবে। (৪) উপর্যুক্ত বিষয় সমুহে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৫. **কাজের বিবরণঃ**

ক্রমিক নং	দরপত্রের বিবরণ	সিডিউল মুল্য (অফেরযোগ্য)।	অন্যান্য
১.	মহাখালী ডিএনসিসি মার্কেট পশু জবাইখানা ইজারা প্রদান প্রসঙ্গে।	১,০০০/-	বিদ্যুৎ ও পানির বিল ইজারাদার কর্তৃক নিজ দায়িত্বে পরিশোধ করতে হবে।

(মোঃ আমিনুল ইসলাম)
প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন,ঢাকা।
ফোন নং-৯৮৫০৯২২

স্মারক নং ৪৬.১০.০০০০.০২০.০০.৫৭২.১৭
তাং২/৫/২০১৭ খ্রিঃ

সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং .... ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন,ঢাকা।
২। সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
৩। প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন,ঢাকা।
৪। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর কর্পোরেশন, ঢাকা।
৫। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-১,২,৩,৪ ও ৫ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন,ঢাকা-(নির্ধারিত তারিখ যথাসময় স্ব-স্ব অঞ্চলে দরপত্র বাক্স স্থাপন ও প্রাপ্ত দরপত্র প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তার দপ্তরে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধসহ)
৬। মেয়র মহোদয়ের একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন,ঢাকা।
৭। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন,ঢাকা-(দরপত্র খোলা কমিটির সদস্য হিসেবে দরপত্র বাক্স খোলার সময় যথাযত উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধসহ)।
৮। তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পরিবেশ জলবায়ু ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সার্কেল, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন,ঢাকা।
৯। সিষ্টেম এনালিষ্ট, আইসিটি সেল, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন,ঢাকা (বিজ্ঞপ্তিটি কর্পোরেশনের ওয়েব সাইটে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধসহ)।
১০। জনসংযোগ কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন,ঢাকা- তাঁকে দরপত্র বিজ্ঞপ্তিটি জরুরী ভিত্তিতে বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল।
১১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্টাফ অফিসার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন,ঢাকা।
১২। হিসাব রক্ষক, হিসাব বিভাগ, নগর ভবন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন,ঢাকা।
১৩। অফিস কপি।

প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন,ঢাকা।

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন, ঢাকা।
জবাইখানা ইজারা সংক্রান্ত

শর্তাবলি

০১. দরপত্রের ও খামের উপরে জবাইখানার নাম বা ক্রমিক নং স্পষ্ট করে লিখতে হবে।

০২. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন খামে দরপত্র দাখিল করতে হবে।

০৩. দরপত্রে প্রদত্ত দর অংকে ও কথায় লিখতে হবে। কোন কাটাকাটি,ঘষামাযা ওভাররাইটিং করা যাবে না।

০৪. দরপত্র ও সংযুক্ত সকল কাগজপত্রে দরদাতাকে স্বাক্ষর করতে হবে।

০৫. দরপত্রের সাথে ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সদ্য তোলা সত্যায়িত ছবি দিতে হবে।

০৬. দরদাতার নাম, পিতার নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা সম্বলিত স্থানীয় ওয়ার্ড কউন্সিলর/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট হইতে ১ (এক) কপি চারিত্রিক সনদপত্র দরপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

০৭. টি.আই.এন সনদের সত্যায়িত ফটোকপি দরপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

০৮. প্রস্তাবিত দরের উপর ২০% হারে জামানতের টাকা মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের অনুকূলে ঢাকা শহরের যে কোন সিডিউল ব্যাংক হতে ইস্যুকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জামানত হিসেবে দরপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে।

০৯. একাধিক দরপত্র একই খামে দেয়া হলে প্রতিটি দরপত্রই বাতিল বলে গণ্য হবে।

১০. যৌথ নামে কোন দরপত্র গ্রহণ করা হবে না, তবে কোন প্রতিষ্ঠান/রেজিস্ট্রার্ড কোম্পানীর ব্যাপারে এই শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

১১. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত দরদাতাকে দরের ৫% হারে আয়কর ও ১৫% হারে ভ্যাট, জামানতের সম্পূর্ণ টাকা এবং ইজারার সমুদয় টাকা নগদে অথবা পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই এককালীন জমা দিতে হবে।

১২. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হলে জামানতসহ সকল পাওনা বাজেয়াপ্ত ও ইজারা বাতিল করা হবে।

১৩. ইজারাকৃত জবাইখানা যেখানে যে অবস্থায় আছে দরপত্র গৃহীত হওয়ার পর সেই অবস্থায় বুঝিয়া নিতে গৃহীত দরদাতা বাধ্য থাকবেন এবং পরে এই বিষয়ে কোন প্রকার ওজর আপত্তি করা চলবে না।

১৪. ঢাকা সিটি করপোরেশন কর্তৃক গৃহীত দরদাতার জামানতের টাকা সন্তোষজনক ইজারার মেয়াদান্তে ফেরৎ দেয়া হবে।

১৫. কর্পোরেশনের সম্পত্তির কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা হয়েছে বলে প্রমানিত হলে ইজারাদার নিজ ব্যয়ে তা সংস্কার করবেন অথবা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।

১৬. ইজারাদার আলোচ্য সম্পত্তির মালিকানা দাবী করতে বা কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা দায়ের করতে পারবেন না।

১৭. কর্পোরেশনের মনোনীত দায়িত্বশীল কর্মকর্তা /কর্মচারী কর্তৃক ইজারা মহল পরিদর্শনে ইজারাদার সকল প্রকার সহায়তা প্রদানে বাধ্য থাকবেন।

১৮. কর্পোরেশনের সম্পত্তিতে কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্বানুমতি ছাড়া যে উদ্দেশ্যে ইজারা নেয়া হয়েছে উহা ব্যতিত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।

১৯. কর্পোরেশনের সম্পত্তিতে কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্বানুমতি ছাড়া কোন ধরনের গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি ইজারাদার নিজে অথবা অন্য লোক দিয়া সংযোগ করতে পারবেন না। সম্পত্তির কোন পরিবর্তন/পরিবর্ধন করা যাবে না।

২০. ইজারার মেয়াদকালে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ পানি ও পয়ঃ বিল যথাসময়ে/প্রতিমাসে পরিশোধ করে পরিশোধিত বিলের কপি সম্পত্তি বিভাগে দাখিল করতে হবে।

২১. ইজারা মহালের প্রধান ফটকের সম্মুখে রেট-বোর্ড টাংগাইয়া রাখতে হবে।

২২. বর্ণিত পশু জবাইখানা ইজারাদার নিজ দায়িত্বে ও খরচে স্বাস্থ্য সম্মত, দুর্গন্ধমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করবেন।

২৩. ইজারা গ্রহনের পর ইজারাদার প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জনসমাগম কম হওয়া, দেশের স্বাভাবিক পরিবেশের বিঘ্ন ইত্যাদি অজুহাতে ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না।

২৪. ইজারাকৃত স্থানে ইজারাদার কোন প্রকার বিস্ফোরক দ্রব্য, আগ্নেয়াস্ত্র রাখিবেন না বা উহাতে কোন প্রকার রাষ্ট্রবিরোধী বা সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে করবেন না এবং জনসাধারণের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখবেন এবং তাদের কোন প্রকার অসুবিধার কারণ ঘটাবেন না।

২৫. বর্ণিত পশু জবাইখানা পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ এর পরামর্শ মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন, ব্যত্যায় ঘটলে ইজারার জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্তসহ ইজারা বাতিল করা হবে।

২৬. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, রেইনওয়াটার, হারভেজটিং, বায়ুগ্যাস এবং সোলাস সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণা-বেক্ষণ করতে হবে। এ সব বিষয় পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করতে হবে।

২৭. আধুনিক ও মানসম্মত মাংস রবরাহ করার ক্ষেত্রে হালাল পদ্ধতিতে পশু জবাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে ডিএনডিসিসি'র স্বাস্থ্য বিভাগ তত্ত্বাবধান করবে।

২৮. ইজারাদার কর্তৃক পশু জবাইয়ের ক্ষেত্রে নিয়মিত ভাবে একটি ডাটাবেজ সিস্টেম পরিচালনা করতে হবে।

২৯. প্রত্যেক ইজারাদারকে কার্যাদেশ প্রাপ্তির ১০ (দশ) দিনের মধ্যে কর্পোরেশনের সহিত ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়া দখল বুঝিয়া নিতে হবে।

৩০. ফি আদায়ের হার ঃ- জবাইখানা - (১) গরু প্রতিটি ৫০.০০/- (পঞ্চাশ) টাকা (২) মহিষ প্রতিটি ৭৫/- (পচাত্তর) টাকা (৩) ছাগল/ ভেড়া ১০.০০/- (দশ) টাকা।

৩১. ইজারাদার এই শর্তাবলীর এক বা একাধিক শর্ত অমান্য করিলে তাহার সকল পাওনা বাজেয়াপ্ত ও ইজারা বাতিল করা যাবে।

৩২. কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় নতুন শর্ত আরোপ করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা
ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন।